দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

19

ছাত্ররাই যদি শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব নিয়ে নেয় —

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাত্রদলের স্থানীয় নেতাদের দাবি ও সন্ত্রাসের মুখে ভীত অবস্থায় ছুটে গেছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে। তিনি জীবনের নিরাপত্তাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করে চিঠি লিখেছেন শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবদের কাছে। সে চিঠির অনুলিপি একটি জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয়েছে। তাতে কুষ্টিয়া শহর থেকে ১৪ মাইল ভেতরে শান্তিডাঙ্গায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টির শীর্ষপদে আসীন ব্যক্তিটিকে দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত অসহায়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে সম্প্রতি ২১ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ নেয়া হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের স্থানীয় নেতারা নিয়োগ কর্তৃপক্ষের হাতে একটি তালিকা ধরিয়ে দিয়ে বলেছেন, সেখান থেকে ১১ জনকে নিতে হবে। অন্য ১০.জনের নিয়োগ যেভাবে হয় হোক, কিন্তু ১১ জন তাদের চাই। ডিসি তার চিঠিতে লিখেছেন, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক 'অপেক্ষাকৃত অনেক কম মেধাসম্পন্ন' একজন প্রার্থিনীকে সঙ্গে করে তাঁর বাসায় এসে বলেন, ওকে নিতে হবে। ডিসি বলেছিলেন, বিষয়টি নির্বাচনী বোর্ডই বিবেচনা করবে। পরদিন নির্দিষ্ট বিভাগের ইন্টারভিউয়ের সময় উক্ত প্রার্থিনীকে ডাকা হলে ছাত্রদলের সভাপতি তার হাতে একটি চিরকুট পাঠায়। তাতে লেখা ছিল, 'একে নিয়োগ না দিলে পরিণাম ভালো হবে না।' প্রার্থিনী রুম থেকে মন খারাপ অবস্থায় বেরিয়ে আসে। অতঃপর শুরু হয় ক্ষমতা দেখানোর পালা। পার্শ্ববর্তী একজন সেকশন অফিসারের কক্ষে ঢুকে মস্তানরা ডিসি'কে গালিগালাজ করে এবং এক রাউন্ড গুলি চালায়। সহযোগী দৈনিক জানিয়েছে, ঘটনাটি ডিসি নিজে গিয়ে জানানোর পরও ক্যাম্পাসে পুলিশ যায়নি। ২৭শে নভেম্বর সিন্ডিকেটের সভায় নাকি সন্ত্রাসের এই ঘটনাটি তোলা হবে।

অনুমান করতে পারি, সিন্ডিকেটে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হবে, নিন্দা জানানো ও দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তিদানের সিদ্ধান্তও হবে। কিন্তু এ সত্য বহুবার প্রমাণিত হয়েছে যে, সরকার আন্তরিকভাবে এগিয়ে না এলে কিছু হয় না; সন্ত্রাসীরা গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আরও অপকর্ম করে। উক্ত ঘটনাটির পর স্থানীয় ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে আমরা জানতে পারিনি। নাকি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'দেখি না আর কি হয়' ভেবে বসে আছে?

শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার গত বছরের শেষদিকে ছাত্রদলের কর্মীদের হাতে প্রহৃত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা শিক্ষকদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিচ্ছি।' সংসদে রাখা তার সে বক্তব্য আমরা ভুলিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয় ও শিক্ষকমন্ডলীর একাডেমিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের ইচ্ছা তার সরকারের নেই।' আমরা বলছি না যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যা ঘটানো হল, তা সরকারের ইচ্ছায় ঘটেছে। কিন্তু সরকারিদলের অঙ্গ সংগঠনের শীর্ষ দুই নেতা দলবল নিয়ে নির্বাচনী বোর্ডের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে গিয়ে যে কীর্তি করলেন, তার নৈতিক দায় থেকে তো সরকার মুক্ত হতে পারে না। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি তার চিঠিতে বলেছেন, 'অন্যান্য নিয়োগের মতোই' ছাত্রদল ৫০% শিক্ষক পদ চাচ্ছে। তার মানে কেবল শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও ছাত্রদলের জন্য ৫০% বরাদ্দ রয়েছে। এক্ষেত্রে ভিসির কাছেও আমাদের প্রশ্ন, অন্যান্য নিয়োগের এই কোটা এতদিন মেনে নিয়েছিলেন কেন? আমরা নিন্দা করি গোপনে অন্যায় হজম করার এই সংস্কৃতিরও। শুরু থেকেই অপকর্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া না হলে একদিন বিষবৃক্ষের জন্ম হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তাই হয়নি কি?